যুগান্তর

JUN. 26 2002

কালের যাঁতাকলে ঢাবির অর্ধশত ট্রাস্ট ফান্ড অর্থহীন হয়ে পড়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

কালের যাঁতাকলে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭৯টি ট্রাস্ট ফান্ডের মধ্যে প্রায় অর্ধশত ট্রাস্ট ফান্ড 'নামসর্বস্ব' হয়ে পড়েছে। কালে কালে টাকার অবমূল্যায়নের ফলে এই ট্রাস্ট ফান্ডগুলো আর্থিকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। প্রায় অর্ধশত এই ফান্ডগুলোয় বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বনিম্ন এক হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকার মধ্যে। গুরুত্বহীন এই ট্রাস্ট ফান্ডগুলো থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মেধাবী ছাত্ররা যা পায় তা রীতিমতো হাসির খোরাক হয়ে পড়েছে। '৬০-এর দশক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত এই ট্রাস্ট ফান্ডগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন বন্ধও করতে পারছেন না, আবার স্বত্বাধিকারীও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বিপাকে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কয়েক বছর আগে কর্তৃপক্ষ 'ক্ষুদ্র অংকের' ৯টি ট্রাস্ট ফান্ড বিলুপ্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্ট ফান্ডের সঙ্গে একীভূত করে দিয়েছিলেন। সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৮১ বছরের ইতিহাসে ১৭৯টি ট্রাস্ট ফান্ড, বৃত্তি তহবিল বা মেডেল তহবিল খোলা হয়েছে। দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণী ও বিত্তবান পণ্ডিত ও গুণীজনদের 'স্মৃতি' অম্লান রাখার জন্য এবং দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মেধার স্বীকৃতি এবং আর্থিক সহায়তাদানের লক্ষ্যে এসব ফান্ড খোলা হয়েছে। ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলে খোলা অধিকাংশ ট্রাস্ট ফান্ড বিভিন্ন সময়ে টাকার অবমূল্যায়নের ফলে বর্তমানে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওইসব ফান্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত ১৭৯টি ট্রাস্ট ফান্ডের মোট অর্থের পরিমাণ চার কোটি টাকা। যা থেকে বছরে একটা নির্দিষ্ট অংকের বৃত্তি বা মেডেল দেয়ার বিধান রয়েছে। এগুলোর মাধ্যে বৃত্তির সংখ্যা

অর্ধশত : পৃষ্ঠা : ৭ কলাম : ১

অর্ধশত : ট্রাস্ট ফান্ড

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

২৪০টি, স্বর্ণপদক ৪০টি এবং রৌপ্য পদক চারটি। ট্রাস্ট ফান্ডগুলোর মধ্যে মোটা অংকের ফান্ড হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট ফান্ড (২৯ লাখ ৮৪ হাজার টাকা), চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি (১৫ লাখ টাকা), প্রধানমন্ত্রীর অনুদান ফান্ড (১৪ লাখ টাকা), বঙ্গবন্ধু চেয়ার (২০ লাখ টাকা), আবদুর রব চৌধুরী চেয়ার ফর ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স (১০ লাখ টাকা), রওশন ইন্নাছ আলী ওয়েলফেয়ার ফান্ড (৭ লাখ ৮৩ হাজার টাকা) প্রভৃতি। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে খোলা ট্রাস্ট ফান্ডগুলোতে অর্থের বিনিয়োগের পরিমাণ এক লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী রেজিস্ট্রার বলেছেন, ট্রাস্ট ফান্ড খোলার জন্য যে কোন পরিমাণ অর্থ দিলেই হয়। তবে বর্তমানে আমরা এক লাখ টাকার নিচে ট্রাস্ট ফান্ড খুলছি না। কারণ ৪/৫ বছর পর এই টাকার সুদ হবে খুব কম পরিমাণ। আগামী ৪/৫ বছর পর পাঁচ লাখ টাকার নিচে ট্রাস্ট ফান্ড খোলা হবে না।

কয়েক বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ৯টি ট্রাস্ট ফান্ড হল- স্যার সলিমুল্লাহ মেমোরিয়াল ফান্ড, লুইস সিলভার মেডেল, খান বাহাদুর মোমেন প্রাইজ, ড. কৃষ্ণান প্রাইজ, বাহার উল-উলম ওবায়দী সরওয়ার্দী ফান্ড, নোয়াব আলী চৌধুরী স্টাইপেন্ড ফান্ড, এসএম ভট্টাচার্য ফান্ড, সংস্কৃত চেয়ার ডোনেশন ফান্ড। এগুলো বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট ফান্ডে একীভূত হয়েছে।

ট্রাস্ট ফান্ডগুলোর মধ্যে এমন কয়েকটি ফান্ড রয়েছে যেগুলোর বার্ষিক আর্থিক মূল্য (বৃত্তি) ২০ টাকা থেকে ১০০ টাকার মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ও সম্মানজনক বৃত্তি ছিল রাজা কালী নারায়ণ বৃত্তি তহবিল। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী এ বৃত্তি পেত। টাকার অবমূল্যায়নের ফলে একজন ছাত্র বর্তমানে পায় মাত্র ৫০ টাকা; দীর্ঘদিন ধরে যা আবার বন্ধ. শান্তি সুধা বৃত্তি, ফুলার মেমোরিয়াল বৃত্তি, এসকে দাস বৃত্তি- এ তিনটি তহবিল থেকেও একই হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এসকে দাস বৃত্তি তহবিল থেকে প্রথমদিকে ছাত্ররা আট টাকা, পরে ১২ টাকা, সর্বশেষ ৫০ টাকা হারে বৃত্তি পেত। সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে এ বৃত্তি দেয়া হয়। এ তহবিলের মূলধন মাত্র দুই হাজার টাকা। সঙ্গত কারণেই যা বর্তমানে বন্ধ।

নীলকান্ত স্বর্ণপদক, পোপ মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক, দেবেন্দ্র কুমার রায় সিলভার মেডেল- এ তিনটি তহবিল থেকে এখন আর স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য কোন কিছুই দেয়া হয় না। কারণ এ তিনটি ফান্ডের বার্ষিক বৃত্তির হার ৭৫ টাকা থেকে ১০০ টাকার মধ্যে। এত অল্প পরিমাণ টাকা দিয়ে বর্তমান বাজারে স্বর্ণ বা রৌপ্যের কোন মেডেলই পাওয়া যায় না। বর্তমানে এ টাকা দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া হয়। অনেক ছাত্রছাত্রী এ বইয়ের জন্য ঘোরাঘুরি করতে রাজি নয় বলে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী জানিয়েছে।